



কলেজে প্রথম দিন

খোয়াজপুরের দরজায় নতুন আকাশ

গল্প বিভাগ | বিশ্ববিদ্যালয়/ম্যাগাজিন সংস্করণ | সময়: ১৯৯৯

লেখক: লিয়াকত হোসেন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

///// গল্পের সময় ও স্থান /////

সময়: ১৯৯৯; এস এস সি পরীক্ষার রেজাল্টের প্রায় তিন মাস পরে

স্থান: সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ, খোয়াজপুর, মাদারীপুর



প্রস্তাবনা: স্মৃতির দরজা

সময়টা ১৯৯৯। এস এস সি পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশের প্রায় তিন মাস পরে, মাদারীপুরের খোয়াজপুরে অবস্থিত সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের দরজায় দাঁড়িয়ে আমি প্রথমবার বুঝেছিলাম—জীবনে কিছু দিন শুধু ক্যালেন্ডারের তারিখ নয়, তারা মানুষের ভেতরে নতুন বয়সের দরজা খুলে দেয়।

কালের স্রোতে অনেক দিন হারিয়ে যায়, কিন্তু সব দিন একরকম হারায় না। কিছু দিন ডুবে যায় নদীর তলদেশে, তবু জলের ওপর আলো পড়লেই তাদের রেখা দেখা যায়। মানুষের জীবনও তেমন—হাজার ব্যস্ততার ভিড়ে কিছু স্মৃতি চুপচাপ বুকের ভেতর বসে থাকে, সুযোগ পেলেই দরজা খুলে দেয়।

আমার জীবনে ‘কলেজে প্রথম দিন’ সেইরকম একটি দরজা। দরজাটি খুলেই একদিকে দেখা যায় শৈশবের উঠোন, মায়ের কোলে থাকা নিশ্চিন্ত দিন, স্কুলের করিডোরে প্রথম পা ফেলার কাঁপুনি; অন্যদিকে দেখা যায় নতুন এক পৃথিবী—যেখানে আমি আর শুধু স্কুলের ছেলে নই, আমি ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠা এক মানুষ।

সেদিনের সকালটি আজও মনে হলে মনে হয়, একটি সাদা খাতা আমার সামনে খুলে দেওয়া হয়েছিল। তাতে কী লিখব জানতাম না; শুধু জানতাম, প্রথম অক্ষরটি ভুল হলে পুরো গল্পের ভঙ্গি বদলে যেতে পারে।

১. অপেক্ষার রাত

এস এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর তিন মাস কেটে গেলেও আমার বুকের ভেতর ফলাফলের উত্তেজনা পুরোপুরি থামেনি। তার ওপর যখন সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজে ভর্তি হওয়ার খবরটি নিশ্চিত হলো, দিনগুলো আরও অদ্ভুত হয়ে উঠল। সময় যেন আগের চেয়ে ধীরে চলতে লাগল। ক্যালেন্ডারের পাতায় তারিখ বদলাত, কিন্তু আমার মনে হতো—প্রতিটি দিন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাকে পরীক্ষা করছে।

খোয়াজপুরের সেই কলেজের নোটিশ বোর্ডে ক্লাস শুরুর তারিখ দেখে বুকের ভেতর আনন্দের সঙ্গে অজানা এক ভয় ঢুকে পড়ল। নতুন শিক্ষক, নতুন সহপাঠী, নতুন ভবন, নতুন নিয়ম—সবকিছু যেন দূর থেকে হাত নেড়ে ডাকছে, আবার কাছে গেলে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ও দেখাচ্ছে।

সেই আগের রাতটিতে ঠিকমতো ঘুম এল না। বারবার মনে হচ্ছিল, ব্যাগে খাতা আছে তো? কলম নেওয়া হয়েছে তো? কোন জামা পরব? কাউকে চিনব তো? ক্লাসে গিয়ে কোথায় বসব? প্রশ্নগুলো ছোট ছোট ছিল, কিন্তু তাদের শব্দ আমার বুকের ভেতর বড় হয়ে উঠছিল।

///// অঁচড়-১ | বুকপকেটে রাখা ভয় /////

প্রথম দিনের ভয়কে কেউ বাইরে থেকে দেখে না। তা থাকে বুকপকেটে ভাঁজ করা কাগজের মতো—দেখতে ছোট, খুললে অনেক কথা বের হয়।

২. ভোরের সাদা আলো

মাদারীপুরের খোয়াজপুরের সেই ভোরে, শেষ রাতের নিশ্চরতা পেরিয়ে আলো ফুটল। জানালার ফাঁক দিয়ে আলো ঢুকছিল ধীরে ধীরে—মনে হচ্ছিল, আকাশ নিজেই যেন আমার নতুন দিনের জন্য পর্দা সরাচ্ছে। উঠানে শিশির ভেজা গন্ধ, বাতাসে শেফালির নরম সুবাস, আর দূরে কোথাও পাখির ডাক—সব মিলিয়ে সকালটি কেবল সকাল ছিল না; ছিল নতুন জীবনের ছোট্ট উদ্বোধন।



বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে একবার পেছনে তাকালাম। যে ঘর, যে উঠোন, যে পরিচিত রাস্তা এতদিন আমাকে ঘিরে রেখেছিল, সেদিন তাদেরও আলাদা লাগছিল। মনে হচ্ছিল, তারা সবাই নীরবে বলছে—যাও, আরেকটু বড় হয়ে এসো।

রাস্তা ধরে এগোতে এগোতে দেখলাম, আরও অনেকে একই দিকে যাচ্ছে। কারও মুখে হাসি, কারও চোখে বিস্ময়, কারও হাঁটায় আত্মবিশ্বাস, কারও কাঁধে অস্বস্তি। আমরা কেউ কাউকে ভালো করে চিনতাম না, তবু সেদিন আমাদের সবার গন্তব্য এক ছিল—কলেজের দরজা।

৩. কৃষ্ণচূড়ার করিডর

সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজের কাছাকাছি পৌঁছেই রাস্তার দুপাশে কৃষ্ণচূড়ার লাল ফুলগুলো চোখে পড়ল। বাতাসে দুলতে দুলতে তারা যেন নতুনদের জন্য অভ্যর্থনার পতাকা তুলে রেখেছে। লাল ফুলের নিচ দিয়ে হাঁটার সময় মনে হচ্ছিল, আমি কোনো সাধারণ প্রতিষ্ঠানে ঢুকছি না; ঢুকছি এমন এক জগতে, যেখানে প্রতিটি করিডর ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়।

ক্যাম্পাসে ঢুকতেই চারদিকে মানুষের ভিড়। খোয়াজপুরের শান্ত পরিবেশের মধ্যে সেদিন কলেজপ্রাঙ্গণ যেন হঠাৎ তরুণ স্বপ্নের মেলায় পরিণত হয়েছিল। কেউ পরিচিত বন্ধু খুঁজছে, কেউ নোটিশ বোর্ডের দিকে ছুটছে, কেউ আবার এক কোণে দাঁড়িয়ে সবকিছু মুগ্ধ চোখে দেখছে। আমারও মনে হচ্ছিল, এই দৃশ্যগুলো যত দ্রুত চোখের সামনে বদলে যাচ্ছে, তার চেয়েও দ্রুত বদলে যাচ্ছে আমার ভেতরের মানুষটি।

স্কুলের কথা মনে পড়ল। ক্লাস ওয়ানে ঢোকার জন্য যে ছোট্টাছুটি, প্রথম বেঞ্চ দখলের যে যুদ্ধ, ঘন্টা বাজার আগেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা—সব যেন একসঙ্গে ফিরে এল। কিন্তু কলেজের দরজায় দাঁড়িয়ে বুঝলাম, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ের ধরন বদলায়। আগে বেঞ্চ দখল করতে দৌড়াতাম, এখন জায়গা খুঁজছি নিজের পরিচয়ের।

///// আঁচড়-২ | পুরোনো বেঞ্চের দাগ /////

যে বেঞ্চে একদিন নাম লিখেছিলাম, সে বেঞ্চ হয়তো নেই। তবু তার আঁচড় রয়ে গেছে মনে—আমি কোথা থেকে এসেছি, সেটি মনে করিয়ে দিতো।

৪. রুম নম্বরের ভিড়ে

প্রথম দিনের সবচেয়ে বড় রহস্য ছিল—কোন রুমে ক্লাস হবে। নোটিশ বোর্ডের সামনে ভিড় জমে গেল। অনেকে মাথা উঁচু করে তাকাচ্ছে, কেউ আবার অন্যের কাঁধের ফাঁক দিয়ে নিজের বিভাগ খুঁজছে। আমিও ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে রুম নম্বর খুঁজছিলাম। তখন মনে হলো, জীবনের অনেক বড় প্রশ্নও বোধ হয় এমনই—উত্তর সামনে লেখা থাকে, কিন্তু ভিড়ের কারণে আমরা তা পড়তে পারি না।

অবশেষে রুম নম্বর পেলাম। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বুকের ভেতর অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিল। দরজার সামনে গিয়ে এক মুহূর্ত থামলাম। ভেতরে অনেকেই বসে গেছে। কেউ ফিসফিস করছে, কেউ জানালার বাইরে তাকিয়ে, কেউ নতুন খাতার প্রথম পাতায় নাম লিখছে।

আমি শেষের দিকের একটি বেঞ্চে বসে পড়লাম। স্কুলজীবনে সামনে বসার অভ্যাস থাকলেও সেদিন পিছনের বেঞ্চটিই নিরাপদ মনে হলো। নতুন পরিবেশে মানুষ অনেক সময় নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই স্বস্তি পায়। কিন্তু লুকিয়ে থেকেও কি সত্যিই নিজেকে বাঁচানো যায়? শিক্ষার আলো তো শেষ বেঞ্চেও পৌঁছায়, যদি চোখ খোলা থাকে।



৫. প্রথম ক্লাস

কিছুক্ষণ পর শিক্ষক ঢুকলেন। মুহূর্তেই কক্ষের ফিসফাস থেমে গেল। তাঁর চোখে কঠোরতা ছিল না, বরং এমন এক মমতা ছিল যা নতুনদের অস্থিতি বুঝতে পারো। তিনি প্রথমে পরিচয় জানতে চাইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন—কলেজ শুধু বই পড়ার জায়গা নয়; এখানে মানুষ নিজের দায়িত্ব, সময়ের মূল্য, প্রশ্ন করার সাহস এবং ব্যর্থতা থেকে উঠে দাঁড়ানোর শিক্ষা পায়।

কথাগুলো শুনে মনে হলো, প্রথম দিনটি শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়। এটি আসলে এক ধরনের আয়না। সেই আয়নায় আমরা নিজেদের দেখছি—কে কী হতে চাই, কতদূর যেতে চাই, কিসে ভয় পাই, কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।

পরিচয় পর্বে সবার নাম শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, প্রতিটি নামের পেছনে আলাদা গল্প আছে। কেউ দূর গ্রাম থেকে এসেছে, কেউ শহরের পরিচিত রাস্তা পেরিয়ে; কারও চোখে স্বপ্নের নীল আলো, কারও মুখে দ্বিধা। আমরা হয়তো তখনও বন্ধু ছিলাম না, কিন্তু একই কক্ষে বসে ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর অভিজ্ঞতা আমাদের অদৃশ্য এক সুতোয় বেঁধে ফেলেছিল।

///// আঁচড়-৩ | শেষ বেক্ষের উপলব্ধি /////

সেদিন পিছনে বসেছিলাম বলে নিজেকে ছোট মনে হয়েছিল। পরে বুঝেছি—আসন নয়, মন কোথায় বসে আছে, সেটাই আসল।

৬. ক্যাম্পাসের প্রথম বিকেল

ক্লাস শেষ হলে সবাই ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল। সকালবেলার উত্তেজনা তখন নরম হয়ে এসেছে। করিডোরের দেয়াল, সিঁড়ির ধাপ, জানালার গ্রিল, মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা গাছ—সব যেন একটু একটু করে পরিচিত হয়ে উঠছে।

কেউ ফোনে বাড়িতে খবর দিচ্ছে, কেউ নতুন বন্ধুর সঙ্গে হাসছে, কেউ আবার চুপচাপ হাঁটছে। আমার মনে হচ্ছিল, আজকের দিনটি খুব বড় কোনো ঘটনা নয়, তবু এর ভেতর এমন কিছু আছে যা বছ বছর পরও মনে থাকবে। কারণ জীবনের সব বড় পরিবর্তন শব্দ করে আসে না; অনেক সময় তারা আসে একটিমাত্র দরজা পেরোনোর মতো নীরবে।

বাড়ি ফেরার পথে কৃষ্ণচূড়ার দিকে আবার তাকালাম। সকালের সেই লাল ফুলগুলো বিকেলের আলোয় আরও শান্ত। মনে হলো, তারা যেন বলছে—আজ তুমি শুধু কলেজে ঢোকোনি, তুমি নিজের ভিতরেও নতুন এক দরজা খুলেছ।

৭. স্মৃতির বীজ

দিনের শেষে ক্লান্তি ছিল, কিন্তু সেই ক্লান্তির মধ্যে আনন্দ মিশে ছিল। মনে হচ্ছিল, মনের ডায়েরিতে আজ একটি নতুন পাতা লেখা হয়ে গেছে। হয়তো পাতাটিতে নিখুঁত বাক্য নেই, কোথাও কোথাও দ্বিধার কালি লেগে আছে, কোথাও অপ্রস্তুত হাসির দাগ; তবু সেটিই আমার নিজের লেখা।

কলেজে প্রথম দিন আমাকে শিখিয়েছিল—নতুন জায়গায় অস্থিতি থাকা স্বাভাবিক, প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক, ভয় থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ভয়কে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যেই মানুষের বড় হয়ে ওঠা।

আজ অনেক স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে। কার পাশে বসেছিলাম, কে প্রথম কথা বলেছিল, শিক্ষক ঠিক কোন বাক্যে উপদেশ শেষ করেছিলেন—সব মনে নেই। কিন্তু সেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটিকে আমি ভুলিনি। সে ভয় পেয়েছিল, তবু ঢুকেছিল। সে জানত না সামনে কী আছে, তবু হাঁটতে শুরু করেছিল। জীবনের অনেক পথই তো এমন—পুরো মানচিত্র হাতে থাকে না, শুধু প্রথম পদক্ষেপটি নিতে হয়।



তাই ‘কলেজে প্রথম দিন’ আমার কাছে কেবল একটি দিনের গল্প নয়; এটি শৈশব থেকে তারুণ্যে পা রাখার এক নরম, উজ্জ্বল, খানিকটা কাঁপা-কাঁপা মুহূর্ত। সেই মুহূর্তের ভাঁজে আজও শিশির জমে থাকে, কৃষ্ণচূড়া দোলে, আর এক तरुण মনে মনে বলে—
আমি শুরু করেছি।

///// শেষ আঁচড় | শুরু কখনো শেষ হয় না /////

প্রথম দিন শেষ হয়ে যায়, কিন্তু প্রথম দিনের সাহস শেষ হয় না। যে মানুষ একবার দরজা পেরোতে শেখে, সে জীবনের আরও অনেক দরজা খুলতে পারবে।

— সমাপ্ত —